ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

Manusher Jonno Foundation

UKaid
from the British people

স্থানীয় সুশাসন ও সরকারি সেবায় জনঅংশগ্রহণ

অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে
সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা (রেসপন্স) প্রকল্প

ওয়েভ ফাউন্ডেশন

স্থানীয় সুশাসন ও সরকারি সেবায় জনঅংশগ্রহণ

অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে
সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা (রেসপন্স) প্রকল্প

ওয়েভ ফাউন্ডেশন

স্থানীয় সুশাসন ও সরকারি সেবায় জনঅংশগ্রহণ

তথ্য, ছবি ও লেখা
মো. ওসমান গনি
মো. এমদাদুল হোসেন
মো. আরিফুল ইসলাম
মো. আতিকুজ্জামান পান্না
মোছা. সহিবা খাতুন
তাপসী চক্রবর্তী
মো. হাফিজুর রহমান

সংকলন ও সম্পাদনা
মহসিন কবির
অনিরুদ্ধ রায়

মুদ্রণ
অর্ক

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২২

সহযোগিতা
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ইউকেএইড

অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা (রেসপন্স) প্রকল্প
ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩ বি, ব্লক বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩
ইমেইল: info@wavefoundationbd.org ওয়েবসাইট: www.wavefoundationbd.org
ফেসবুক: facebook.com/wavefoundationbd

মুখবন্ধ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন জানুয়ারি ২০১৯ থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ইউকেএইডের সহায়তায় 'অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা (রেসপন্স)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মাগুরা জেলার শ্রীপুর ও মহম্মদপুর ইউনিয়নের ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে। এলাকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং দুঃস্থ জনগোষ্ঠী একটি সুশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে মানসম্পন্ন জীবন-যাপন করতে পারবেন– এ লক্ষ্যে প্রকল্পের অধীনে প্রথমত, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, সুপেয় পানি ও কৃষি সেবা বিষয়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার গুণগত মান ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, অধিকতর উন্নত সরকারি সেবা প্রদানের দাবিতে দরিদ্র মানুষকে সোচ্চার হতে সহায়তা ও সরকারি সেবা প্রদানব্যবস্থার অবদান মূল্যায়নে উদ্যোগ; এবং তৃতীয়ত, দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর জবাবদিহিমূলক করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যে কর্মএলাকার ১৬টি ইউনিয়নে ১৪৪টি নাগরিক দল (সিজি) গঠন করা হয়েছে, যার অধিকাংশ সদস্যই নারী। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নাগরিকদের সহায়ক দল (সিএসজি) হিসেবে গঠন করা হয়েছে 'লোকমোর্চা'। স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর সরকারি সেবা নিশ্চিতকরণ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার আদায়ে জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যকে সামনে একটি নির্দলীয় ও অসাম্প্রদায়িক সামাজিক সংগঠন হলো লোকমোর্চা। লোকমোর্চা স্থানীয় পর্যায়ের তৃণমূল মানুষ, নাগরিক সমাজ, স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ প্ল্যাটফর্ম প্রাতিষ্ঠানিক কমিটিগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করার জন্য জনপরীবিক্ষণে সহায়তাকারী হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সামাজিক এডভোকেসি করে থাকে। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রয়েছে এ প্রকল্পের। পাশাপাশি, জাতীয় পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরামের (জিএএফ) মাধ্যমে পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রমও যুক্ত হয়েছে।

এসব নানামুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসংখ্য অনুকরণীয় উদাহরণ তৈরি হয়েছে কর্মএলাকায়। তার মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি উদাহরণ কেস স্টাডি আকারে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন প্রকল্পের প্রজেক্ট অফিসারগণ। ভূমিকা রেখেছেন প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার। কেস স্টাডিগুলো সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট প্রজেক্ট এন্ড এডভোকেসি ফোকাল এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার। সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

লোকমোর্চার পরামর্শে ১০০ পরিবারের জন্য আয়রনমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের রাহাতপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। গ্রামের মাঝ দিয়ে একটি বড় খাল প্রবাহিত হলেও গ্রামের অধিকাংশ টিউবওয়েলের পানি আয়রনযুক্ত। ফলে দীর্ঘদিন থেকে গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে ভুগছিল। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ইউকেএইডের সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা (রেসপন্স)' প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে এ গ্রামে যেদিন নাগরিক দল গঠন করা হয়, সেদিনই সভায় উপস্থিত সবাই একসাথে আওয়াজ তুলেছিল, "আমাদের একটাই দাবি- বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা"। এরপর ইউনিয়ন পর্যায়ে লোকমোর্চা গঠন হলো। লোকমোর্চার সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পনায় আবারও উঠে আসে রাহাতপুর গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করার দাবি। দাবির সপক্ষে এলাকার উপকারভোগীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন নাগরিক দলের সভাপতি চান মিয়া এবং লোকমোর্চা সদস্য সুব্রত কুমার। দাবিটি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ওয়ার্ড সভায় অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়। এ প্রেক্ষিতে রাজাপুর ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দাবিটি বারংবার ইউপি

চেয়ারম্যানের কাছে উত্থাপন করেন। ইউপি চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান দাবির সাথে একমত হয়ে পরিষদে বিষয়টি আলোচনা করেন এবং এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় রাহাতপুর স্লুইচ গেট এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবাহের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে দশ হাজার লিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংকে পানি সংরক্ষণ এবং মাটির নিচ দিয়ে পাইপ লাইন স্থাপন করে এলাকাবাসীর জন্য এ ট্যাংক থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে প্রায় ১০০টি পরিবার বর্তমানে আয়রনমুক্ত খাবার পানির সেবা পাচ্ছে। সেই ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে নাগরিক দল গঠনের সময় স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল, লোকমোর্চার লাগাতার লবিং-এডভোকেসির ফলে এর বাস্তবায়ন ঘটেছে ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে। জনগণের সমর্থন থাকলে, জনগণকে দাবির পক্ষে সংগঠিত করতে পারলে যে দাবি আদায় করা সম্ভব, রাজাপুর ইউনিয়ন লোকমোর্চা তার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে সার ডিলারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলো: কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন স্থানীয় জনগণ

শ্রীপুর উপজেলার দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নের চরচৌগাছি ও ঘোশিয়াল গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। দুই গ্রাম মিলিয়ে প্রায় পনের'শ কৃষক পরিবারের বাস। বিভিন্ন মৌসুমে চাষাবাদের কাজে প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক কেনার জন্য তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জায়গা হলো চরচৌগাছি বাজারের সারের সাব-ডিলার মো. আরব আলী মন্ডলের দোকান। তার কাছ থেকেই এলাকার কৃষকরা নগদ ও বাকিতে এসব পণ্য কিনে থাকেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তার দোকানে পণ্যের মূল্য-তালিকা না থাকায় সার ও কীটনাশকের দাম বেশি রাখা হয় বলে এলাকার কৃষকরা মনে করেন। একজন কৃষক গড়ে প্রতি মৌসুমে প্রায় ২২০ কেজি ইউরিয়া সার কিনে থাকেন। এ ডিলারের কাছে এলাকার প্রায় ৭৫০ জন কৃষক সার কেনেন। তিনি যদি কেজি প্রতি ১ টাকা করে বেশি গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে একটি মৌসুমে অন্তত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা লাভবান হয়েছেন। ২৭ অক্টোবর ২০২০, দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন লোকমোর্চা সদস্যরা কৃষি সেবা বিষয়ক সামাজিক নিরীক্ষাকালে কৃষকদের কাছ থেকে এ তথ্য জানতে পারেন। বিষয়টি সরেজমিনে দেখার জন্য তারা আরব আলীর দোকানে গিয়ে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং সরাসরি দোকান মালিকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে প্রথমে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে জানানো হয় যে, সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফলগুলো লোকমোর্চা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর উত্থাপন করবেন। এ কথা শোনার পরে তিনি লোকমোর্চা সদস্যদের কাছে অচিরেই দোকানে সারের মূল্য-তালিকা টানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। লোকমোর্চা সদস্যরা পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রধান ডিলারের সাথেও আলোচনা করেন এবং তাকে অনুরোধ করেন, তিনিও যেন আরব আলীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, নভেম্বর মাসের মধ্যেই আরব আলী তার দোকানে সারের মূল্য-তালিকা টানানোর ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে এলাকার কৃষকরা তালিকা অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত মূল্যে এখান থেকে সার কিনতে পারছেন। সারের ন্যায্যমূল্য নিয়ে কৃষকদের মধ্যে যে অসন্তুষ্টি ছিল তা দূর করার পেছনে লোকমোর্চা সদস্যদের উদ্যোগকে এলাকার মানুষজন ইতিবাচকভাবে দেখছেন।

নাগরিক দলের নেতা সুফিয়া বেগমের সফলতা

মহম্মদপুর উপজেলার বাবুখালী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পুর গ্রামের দিনমজুর মো. কামাল হোসেনের স্ত্রী সুফিয়া বেগম (৩৫) একজন গৃহিণী। এলাকার মানুষের যে কোনো সমস্যা বা প্রয়োজনে তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন বলে ২০১৯ সালে রেসপন্স প্রকল্পের অধীনে এ ওয়ার্ডে যখন নাগরিক দল গঠন করা হয় তখন সবার মতামতের প্রেক্ষিতে তাকেই এ গ্রুপের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যদিও এর আগে কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন বলে বাবুখালী ইউনিয়ন লোকমোর্চারও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯ জানুয়ারি ২০২১-এ ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভায় এলাকার অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাবুখালী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। সভায় সুফিয়া বেগম এলাকার বেশ কয়েকজনের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তাদের জন্য বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিডি কার্ডের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি তুলে ধরেন। যুক্তিসঙ্গতভাবে দাবি উত্থাপন করার কারণে উপস্থিত ইউপি সদস্য ও সচিব তার দাবিগুলো গ্রহণ করা হবে বলে মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে সুফিয়া তার ওয়ার্ডের মো. তুরান শেখ (৪০) ও নাবিলা বেগমের (৭০) জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা, ছবেদা বেগম (৬৫) ও ইকিলন বেগমের (৭১) জন্য বয়স্ক ভাতা এবং গোলজান বেগম (৪৫), ফুলবড়ু বেগম (৫৩), খুকী বিবি (৪৮) ও জরিনা বেগমের (৩৮) জন্য বিধবা ভাতার আবেদন করার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ২৪ জানুয়ারি ইউনিয়ন পরিষদে যান। ইউনিয়ন পরিষদ আবেদনগুলো গ্রহণ করে উল্লিখিত ভাতার জন্য তাদেরকে তালিকাভুক্ত করেন। নিজেদের নাম বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উপকারভোগীরা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন। নাবিলা বেগম বলেন, “এ গ্রামে সুফিয়া ছিল বলে আজ আমি ৭০ বছর বয়সে এসেও এবার প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় এলাম।”

সুফিয়া বেগম বলেন, “আগে আমি কখনও ওয়ার্ড সভার কথা শুনিই নাই। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমে কমিউনিটি গ্রুপ ও পরে ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাথে যুক্ত হয়ে এবং নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আর সেজন্যই ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত থেকে দাবি উত্থাপন করতে পেরেছি এবং এলাকার অসহায় ব্যক্তিদের পাশে থাকতে পেরেছি।”

কাদিরপাড়া ইউনিয়নে নাগরিক দলের সভা

দ্বরিয়াপুর ইউনিয়নে ওয়ার্ড সভা

প্রকল্প বাস্তবায়নে শ্রীকোল ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্যদের অর্জন

রেসপন্স প্রকল্পের অধীনে লোকমোর্চা সদস্যরা শ্রীপুরের শ্রীকোল ইউনিয়নে দুই দিনব্যাপী শাসন সক্ষমতা মূল্যায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করেন ১৩ ও ১৪ নভেম্বর ২০১৯। পর্যালোচনাকালে ইউপি নারী সদস্যরা জানান যে, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এক-তৃতীয়াংশ কাজ তাদের পাওয়ার কথা থাকলেও তারা খুব কম প্রকল্পের সঙ্গেই যুক্ত থাকার সুযোগ পান। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা সভায় ইউপি চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দেন, পরবর্তী অর্থ-বছরেই ইউপি নারী সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত প্রকল্প বরাদ্দ দেয়া হবে এবং তারা তা নিজেরাই বাস্তবায়ন করবেন। পরবর্তীতে ২ মার্চ ২০২০ এক ওয়ার্ড সভায় উত্থাপিত সরইনগর গ্রামের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী মোল্যাপাড়ায় একটি কালভার্ট তৈরির চাহিদাটি গৃহীত হলে ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের নারী সদস্য মোছা. ঝুমুর খাতুন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পান। ৭-১৭ আগস্টের মধ্যে কালভার্ট তৈরির কাজ শেষ হয় মাত্র ৬০ হাজার টাকায়, যার জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লাখ টাকা। শ্রমিকদের কাজ তদারকি, রড-সিমেন্ট-বালু কেনা, বিল পরিশোধসহ সকল কাজে ঝুমুর খাতুন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছেন। ঝুমুর খাতুন বলেন, "প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকলের সহযোগিতায় কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। এজন্য রেসপন্স প্রকল্পের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

আরেক নারী সদস্য মোছা. ইয়াসমিন খাতুন ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এক ওয়ার্ড সভায় নারী উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব উঠলে উপস্থিত নারীদেরকে কথা দেন, সেলাইমেশিন প্রদানের একটি প্রকল্প পাশের জন্য তিনি

ইউনিয়ন পরিষদে কথা বলবেন। পরবর্তীতে ২৫ জুলাই গ্রামের নারীদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সেলাইমেশিন প্রদানের এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পান ইয়াসমিন খাতুন। ১০ আগস্ট ১ লক্ষ টাকায় ১০ জন অসহায় নারীর জন্য ১০টা সেলাইমেশিন কেনা হয় এবং ১৮ আগস্ট তা বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের জন্য সেলাইমেশিন কেনা, উপকারভোগী নারী নির্বাচন, ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ ও টাকা ওঠানোসহ সম্পূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইয়াসমিন খাতুন ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছেন, কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। তিনি বলেন, "প্রকল্পের কাজ নিজে করতে পেরে আমি অনেক খুশি। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জিসিপিএ করা হয়েছে বলেই ইউপি নারী সদস্য হিসেবে এ সুযোগ আমি পেয়েছি এবং গ্রামের অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়াতে পারলাম।" ইউপি চেয়ারম্যান এম এম মোতাসিম বিল্লাহ সংগ্রাম বলেন, "আমাদেরই দুর্বলতা যে আমরা এর আগে নারীদের সরাসরি প্রকল্প দিতে পারেনি। রেসপন্স প্রকল্পের কারণে নারীদের প্রকল্প দেওয়াতে দেখা গেল তারা সফলভাবেই তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন। চেয়ারম্যান হিসেবে এটা আমার খুব ভাল লাগছে।"

লোকমোর্চার সামাজিক নিরীক্ষা আর লবির ফলে দরিদ্র কৃষকরা পেল স্প্রে মেশিন

শ্রীপুরের সন্দালপুর ইউনিয়নের লোকমোর্চা সদস্যদের একটি দল ২০২০ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সকল ওয়ার্ডে এলাকার কৃষি সেবা বিষয়ে তিন ধাপে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা

করেন। সামাজিক নিরীক্ষায় কৃষকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কৃষি বিভাগ থেকে তারা কী কী সেবা পায়, সেগুলো সময়মতো পায় কিনা, কৃষি সেবা পেতে ইউনিয়ন পরিষদ কী ধরনের সহযোগিতা করে থাকে, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করেন কি-না, সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার পাওয়া যায় কি-না, কৃষি সংক্রান্ত আর কী কী উপকরণ সহায়তা তারা পেয়েছেন– এরকম প্রায় ২৫টি বিষয়। এ সময় কৃষকরা তাদের বিভিন্ন চাহিদার কথা বলেন। ফসলে কীটনাশক ছিটানোর জন্য পর্যাপ্ত স্প্রে মেশিনের অভাব তারমধ্যে অন্যতম। তারা দাবি করেন ৩ নং ওয়ার্ডের ভেজায়নার মোড়ে, ৪ নং ওয়ার্ডের কাজলী বাজারে, ৬ নং ওয়ার্ডের কালিমন্দিরে, ৮ নং ওয়ার্ডের আমলতৈলে এবং ৯ নং ওয়ার্ডের সোনাতুন্দি বাজারে একটা করে স্প্রে মেশিন দিলে আশেপাশের পাড়ার সবাই মিলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।

সামাজিক নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে লোকমোর্চা সদস্যরা সন্দালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরোল হোসেন মোল্যার সাথে একটি মতবিনিময় সভায় মিলিত হন ২৫ নভেম্বর। সেখানে বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি কৃষকদের এই ৫টা মেশিনের দাবির বিষয়টিও তুলে ধরা হয় এবং চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এলজিএসপির বরাদ্দের অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ ৫০টি স্প্রে মেশিন পেলে সেখান থেকে লোকমোর্চার দাবি অনুযায়ী ৫টি মেশিন দেয়া হয় পাঁচজন কৃষকের নামে। তারা হলেন ৩ নং ওয়ার্ডের দেবু বিশ্বাস, ৪ নং ওয়ার্ডের মন্টু মিয়া, ৬ নং ওয়ার্ডের নির্মল ঘোষ, ৮ নং ওয়ার্ডের মো. মান্নান, ৯ নং ওয়ার্ডের রওশন। তারা এলাকার অন্যান্য কৃষককে এই স্প্রে মেশিন ব্যবহার করতে দেবেন বলে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে সেগুলো গ্রহণ করেন। স্প্রে মেশিন পাওয়ার পরে তারা বলেন, এই মেশিন দিয়ে আমরা পাড়ার সবাই মিলে কাজ করবো। লোকমোর্চার সহযোগিতায় কোনোরকম হয়রানি ছাড়া, আমাদের মতামত অনুযায়ী, নিরপেক্ষভাবে প্রথমবারের মতো এরকম কৃষি সেবা পেয়ে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। আমরাও লোকমোর্চাকে এখন থেকে সব রকমের সহযোগিতা করবো।

ওয়ার্ড সভায় জনগণের চাহিদা মেনে তৈরি হয়েছে কালভার্ট

শ্রীপুর উপজেলার সদ্দালপুর ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু জনগণ জানে না প্রকল্প কীভাবে তৈরি হয়, কোথা থেকে প্রকল্পের বরাদ্দ আসে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কার কী ভূমিকা, ওয়ার্ড সভা বা উন্মুক্ত বাজেট সভা কীভাবে হয়। এসব বিষয় না জানার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের প্রতি জনগণের তেমন আগ্রহ নাই। এরকম একটি অবস্থায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ইউকেএইডের সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১৯ সালের প্রথম দিকে 'রেসপন্স' প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হলে ওয়ার্ড ভিত্তিক নাগরিক দল এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের লোকমোর্চা সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কেও জানতে পারেন। প্রকল্প কর্মীরা লোকমোর্চা সদস্যদের সাথে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে জনগণের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজনের অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষাপটে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেটকে সামনে রেখে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এবং নারী সদস্য নাজনীন বেগমের উপস্থিতিতে নাগরিক দলের সভাপতি রাজিয়ার বাড়িতে ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় ১০০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা লোকমোর্চা ও নাগরিক দলের সদস্যদের সহায়তায় ছোট দলে ভাগ হয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদাগুলো ব্রাউন পেপারে লিখে উপস্থাপন করেন। একটি দলের পক্ষ থেকে নাগরিক দলের সহ-সভাপতি পারভীন বেগম এলাকার প্রধান সমস্যা হিসেবে একটি খালের উপর ব্রিজ না থাকায় বর্ষার সময় এলাকার মানুষের যাতায়াত, ফসল পরিবহন, মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ইউপি সচিব প্রবীর কুমার প্রতিশ্রুতি দেন, এবার এটি বাস্তবায়ন করা হবে। ওয়ার্ড সভার পরে ইউনিয়ন লোকমোর্চা সদস্যরা আবারও ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবের সঙ্গে দেখা করে কালভার্টটি তৈরির ব্যাপারে দাবি জানান। পরবর্তীতে উন্মুক্ত বাজেট সভায় ফটিকের বাড়ি থেকে আমজেদের বাড়ি পর্যন্ত কালভার্ট নির্মাণের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। দেড় লাখ টাকার এ প্রকল্পটির কাজ ১৫ ডিসেম্বর ২০২০-এ শুরু হয়ে ১৪ জানুয়ারি ২০২১-এ শেষ হয়। এখন এলাকার মানুষজন নিয়মিত এ কালভার্টের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন। বর্ষাকালে তাদের আর অনেক পথ ঘুরে মসজিদে যেতে হয় না। কালভার্টের উপর দিয়েই যে কোনো বাহন ব্যবহার করে ফসল বাড়িতে আনতে পারছেন এলাকার বাসিন্দারা। জনঅংশগ্রহণমূলক ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভার কার্যকারিতাও তারা উপলব্ধি করতে পারছেন।

দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নে লোকমোর্চার সামাজিক নিরীক্ষা

শাসন সক্ষমতা মূল্যায়ন: সরকারি সেবা কার্যকর হওয়ার সুফল পাচ্ছেন পলাশবাড়িয়ার জনগণ

স্থানীয় প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়মিত অফিস করতেন না। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দেয়। নির্দিষ্ট কর্মসময় না থাকায় বাড়িতে বা ব্যক্তিগত কার্যালয়ে গিয়েও সবসময় চেয়ারম্যানের দেখা পাওয়া যেত না। ফলে এলাকার মানুষের একদিকে যেমন সময় নষ্ট হতো, অন্যদিকে হয়রানিরও শিকার হতে হতো। আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য সরকারি দপ্তরের কর্মকতারাও ইউনিয়ন পরিষদে নিয়মিত আসতেন না। কৃষি বিষয়ক পরামর্শের জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার প্রয়োজন হলে তাকে পাওয়া যেত না। কৃষকরা তাই পরামর্শ করতো স্থানীয় কীটনাশকের দোকানদার অথবা কীটনাশক বিক্রয় প্রতিনিধিদের সাথে। গবাদিপশুর চিকিৎসার জন্য সরাসরি উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে যেতে হতো। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের টিউবওয়েল মেকানিক নিয়মিত আসতেন না, এলেও কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতেন। ফলে সার্বিকভাবে ভোগান্তির শিকার হতেন এলাকার দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ।

এ অবস্থায় ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে রেসপন্স প্রকল্পের অধীনে শাসন সক্ষমতা মূল্যায়ন বা জিসিপিএ করে স্থানীয় সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চা। শাসন সক্ষমতা মূল্যায়নের মাধ্যমে সরকারি দপ্তরের উল্লিখিত সমস্যাগুলো আবারও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা করা হয়, পরবর্তী জুন '২০ মাসের মধ্যে এ সরকারি দপ্তরগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর অংশ হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান প্রতিটি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে ফোনের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভাতেও তিনি উপস্থাপন করেন। খুব দ্রুত না হলেও এসব উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দুইটি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তগণ এখন ইউনিয়ন পরিষদে নিয়মিত আসছেন এবং মাঠ পর্যায়েও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পলাশবাড়িয়া ইউনিয়নের নির্দিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা না থাকায় পার্শ্ববর্তী নহাটা ইউনিয়নের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মো. এমলাচুর রহমান অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আগস্ট ২০২০ থেকে সপ্তাহে দুইদিন এখন এ ইউনিয়নে সময় দিচ্ছেন। অন্যদিকে, প্রাণিসম্পদ দপ্তরের দায়িত্বরত উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাও (আইএস) আগস্ট মাস থেকে ইউনিয়নের সাধারণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী গবাদিপশুর টিকা ও প্রজনন সেবা প্রদান করার ফলে দরিদ্র জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। লোকমোর্চার উদ্যোগের ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি সেবার কার্যকারিতা দেখতে পেয়ে তাদের কাছে এলাকার মানুষের প্রত্যাশা আরো বেড়ে গিয়েছে।

কর পরিশোধের রশিদসহ সেবা দিয়ে আয় বেড়েছে ইউনিয়ন পরিষদের

শ্রীপুর উপজেলার সন্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৯-২০ সালের বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত করের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৭২ টাকা। এ ইউনিয়নে একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আছে, বাজারে ৩৫৬টি দোকান আছে, যার করের পরিমাণ ৭৭ হাজার ২৬০ টাকা। এছাড়াও গ্রামের ভিতরেও করযোগ্য ছোট ছোট অনেক দোকান, বসত বাড়ি ও জমি আছে। রেসপন্স প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৯ সালের ২৮ জুন ইউনিয়ন পরিষদ একটি উন্মুক্ত বাজেট সভার আয়োজন করে। সভায় উপস্থিত ইউপি চেয়ারম্যান মো. মিল্টন খন্দকারকে প্রকল্প সমন্বয়কারী ও কর্মীরা কর আদায়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেশকিছু পরামর্শ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সচিবকে নির্দেশনা দেন যে, কর পরিশোধের রশিদ ছাড়া তিনি যেন কোনো সেবা প্রদান না করেন। পরবর্তী অর্থবছরের শুরু থেকেই ইউপি সচিব এ নির্দেশনা মেনে চলতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদের কর আদায়ের হার বেড়েছে, যার পরিমাণ ৫ লক্ষ ৯ হাজার ৮০০ টাকা। কর পরিশোধের বিপরীতে ট্রেড লাইসেন্স, নাগরিক সনদ, জন্ম নিবন্ধন, ওয়ারেশ কায়েম সনদ ও বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়নপত্র প্রদান থেকে এই আয় হয়েছে। এই আয়ের অর্থে ইউনিয়ন পরিষদ কাজলী কলার হাট রাস্তায় ১ লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ করেছে। কাজলী মোস্তফার বাড়ির রাস্তার পাশের ভাঙ্গা অংশ মেরামত করা হয়েছে ৮০ হাজার টাকায়। কাজলী মাছ বাজারে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করে, ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে পার্কের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হয়েছে ১ লাখ টাকা। এসব উন্নয়ন কাজের ফলে এলাকার জনগণ মনে করছে, তাদের করের টাকায় তাদের জন্যই এসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে তারা আগামীতেও সময়মতো ও নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করবেন।

লোকমোর্চার পদক্ষেপের মাধ্যমে বাজার হলো আলোকিত

মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়িয়া ইউনিয়নে কালিশংকরপুর নতুন বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমের স্থান হলেও বাজারে কোনো বিদ্যুতের সংযোগ না থাকায় এখানকার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নানা সমস্যায় পড়তে হতো। আর গ্রামের সাধারণ মানুষজন সারাদিন মাঠে কাজ শেষ করে সন্ধের আগে বাজারে যেতে পারত না। আর বাজারের মূল বেচাকেনা হতো এ সময়ই। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের আগে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাজারটি যেখানে অবস্থিত সেই ৮নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। সভায় ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক বাকিয়ার রহমান ও সদস্য ডা. জামাল হোসেন এ বাজারে একটি স্ট্রীট লাইট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। যদিও সে অর্থবছরে এটি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিষয়টি লোকমোর্চার সভাপতি মো. ইখতিয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মো. বাকিয়ার রহমান ও ডা. জামাল হোসেন ইউপি চেয়ারম্যানকে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। লোকমোর্চার ক্রমাগত এ প্রচেষ্টায় অবশেষে পরবর্তী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় এবং আগস্ট ২০২০-এ কালিশংকরপুর নতুন বাজারে একটি স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এলাকার জনগণ আগের চাইতে স্বাচ্ছন্দে এখানে বাজার করতে পারছে এবং বাজারের নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য নাছরীন নাহার: প্রকল্প বাস্তবায়নে অনবদ্য সফলতা

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৯টি ওয়ার্ডে সাধারণ সদস্যের পাশাপাশি প্রতি তিন ওয়ার্ড মিলে একজন নারী সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। আইন অনুযায়ী ইউনিয়নের সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্পের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয় না।

মহম্মদপুর উপজেলার মহম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদে ২৩ জুন ২০১৯ 'ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক শাসন-সামর্থ্য ও কর্ম সম্পাদন যোগ্যতার (জিসিপিএ)' অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সেখানে উল্লিখিত বিষয়টি উঠে এলে সে অনুযায়ী ২৫ জুন ৬ নং ওয়ার্ডের মহম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষ সংস্কার করে একটি কক্ষ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ও কমন রুম এবং অন্যটি বাথরুম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং পরেরদিন ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি নারী সদস্য মোছা. নাছরীন নাহারকে (৩৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দায়িত্ব পেয়ে তিনি ২৭ জুন থেকেই কাজ শুরু করেন। প্রকল্পটির জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করেছে এবং স্কিম বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স শেখ এন্টারপ্রাইজ ৩০ জুন কাজ শেষ করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে প্রকল্পের সভাপতি মোছা. নাছরীন নাহার জানান, "বিদ্যালয়টিতে ৩৫০জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে, সেখানে লাইব্রেরি, কমনরুম এবং বাথরুমের সমস্যা থাকায় তারা অসুবিধা ভোগ করছিলো। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ায় সেই সমস্যা দূর হয়েছে। জিসিপিএ-এর কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমাকে প্রকল্পের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই পথ সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য আমি ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও রেসপন্স প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

১১৬ জন উপকারভোগী মোবাইলে ভাতার টাকা না পাওয়ার হয়রানি থেকে রেহাই পেল

মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্ত ৭২০জন উপকারভোগীর তালিকা নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে লোকমোর্চা সদস্যরা লক্ষ করেন, ১১৬জন ভাতাভোগী মোবাইলের মাধ্যমে ভাতার টাকা পাচ্ছেন না। ২২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে উপজেলা লোকমোর্চার আয়োজনে উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের সাথে অনুষ্ঠিত লবি সভায় বেশকিছু ইস্যুর পাশাপাশি এ বিষয়টিও আলোচনায় তোলেন লোকমোর্চা সদস্যরা। সভায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, আমরা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে কতজন প্রকৃত উপকারভোগী সমস্যায় রয়েছেন সেটা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তীতে উপজেলা সমাজসেবা অফিস মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের মোবাইলের কারিগরি সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগের ফলে ১১৬ জন অতিদরিদ্র মানুষ এখন নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে ভাতাভোগী রাহিমা বলেন “টাকা পাবার আশা ছাইড়া দিসিলাম। লোকমোর্চারা যেডা করিছে তা আমাগের ভাইয়ের মতো কাজ করিছে।”

শ্রীপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে লোকমোর্চার সংলাপ

দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নে স্থাপিত কৃষি সেবা বিষয়ক নাগরিক সনদ

সঞ্চয় ফেরতের জটিলতা থেকে মুক্ত হলেন ২৯০ জন ভিজিডি উপকারভোগী

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ভিজিডি-এর আওতায় অতিদরিদ্র পরিবারভুক্ত নারীদের ২বছর যাবৎ প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাউল/গম প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, প্রতিমাসে নির্ধারিত সঞ্চয় জমা করতে হয়, যা ভিজিডির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে সুদসহ তারা ফেরত পান। এ সঞ্চিত পুঁজি দিয়ে কোনো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারেন উপকারভোগীরা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শ্রীপুর উপজেলার দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নে ২৯০ জন ভিজিডি উপকারভোগীর জমাকৃত সঞ্চয় একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ব্যাংকে জমা রাখা হয়। জমাকৃত টাকা জানুয়ারি '২১-এ ফেরত পাওয়ার কথা থাকলেও মার্চ মাস পেরিয়ে গেলেও তারা সে টাকা ফেরত পাচ্ছিলেন না। তাদেরকে জানানো হয়, জুন মাসে পাশ্ববর্তী কাজলী বাজারে গিয়ে ব্যাংক থেকে আনতে হবে এ টাকা। কাজলী বাজারে গিয়ে টাকা আনতে গেলে প্রত্যেক উপকারভোগীর গড়ে ৫০-৬০ টাকা করে খরচ হবে। সেক্ষেত্রে উপকারভোগীরা নিজ ইউনিয়ন থেকে টাকা ফেরত নেয়ার জন্য বার বার আবেদন করলেও কেউ বিষয়টিতে কর্ণপাত করেননি। উপায়ন্তর না দেখে, শেষ

ভরসা হিসাবে কয়েকজন ভুক্তভোগী দ্বারিয়াপুর ইউনিয়ন লোকমোর্চা সভাপতির কাছে বিষয়টি সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন।

বিগত ৭ জুন ২০২১-এ ইউনিয়ন লোকমোর্চা এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপে ইউনিয়ন লোকমোর্চা সভাপতি বিষয়টি উপস্থাপন করলে ইউপি চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। কিন্তু কোনো অগ্রগতি দেখতে না পেয়ে ১৫ জুন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে বিষয়টি নিয়ে উপজেলা লোকমোর্চার সদস্যরা পুনরায় আলোচনা করেন। তিনি প্রত্যেক উপকারভোগীর জমাকৃত টাকা ইউনিয়ন থেকে দেওয়ার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষনিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর উল্লিখিত ২৯০জন ভিজিডি উপকারভোগী নিজ ইউনিয়ন থেকেই জমাকৃত সঞ্চিত টাকা ফেরত পান। ফলে প্রত্যেক উপকারভোগীর গড়ে ৫০-৬০ টাকা হিসাবে আনুমানিক ১৭ হাজার ৪০০ টাকা বেঁচে গেছে। এ প্রসঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যান বলেন "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রেসপন্স প্রকল্পের লোকমোর্চা সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ে যে কাজ করছে তা অনুকরণীয়। যে কাজটি আমার করার কথা ছিল সেটি তারা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। এজন্য ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট সকলকে।"

হাতের নাগালে বিশুদ্ধ পানি পেয়ে খুশি প্রতিবন্ধী স্বপন কুমার

“দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব হইছে, আমার পরিবারের পানিবাহিত রোগ কমে যাওয়ায় আর্থিক ও শারীরিক দিক দিয়ে এখন অনেক ভালোভাবে দিন পার করছি। ধন্যবাদ ওয়েভ ফাউন্ডেশনের লোকমোর্চা কমিটিকে। তারা ছাড়া এই কাজটি সম্ভব হতো না।” এভাবে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিলেন মাগুরা জেলার রাজাপুর ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী বাসিন্দা স্বপন কুমার।

মহম্মদপুর উপজেলার এ ইউনিয়নের রাহাতপুর গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির টিউবওয়েলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন থাকায় প্রায় ২ কি. মি. দূর থেকে অন্যান্যদের মত শারীরিক প্রতিবন্ধী স্বপন কুমার বিশ্বাসকেও খাবার পানি সংগ্রহ করতে হতো। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে না পারায় অধিকাংশ সময়ই তার পরিবারকে আয়রণযুক্ত পানি ব্যবহার করতে হতো। ফলে

প্রায়ই তার পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হতো, যা আর্থিকভাবেও তাকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ সমস্য সমাধানের জন্য তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ চেয়ারম্যানের সাথে বার বার দেখা করেন, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। ফলে দিনের পর দিন তার দুর্দশা আরো বাড়তে থাকে। অবশেষে স্বপন কুমার রাজাপুর ইউনিয়ন লোকমোর্চা সভাপতি লক্ষ্মী নারায়ণ চন্দ্র দাস এবং সম্পাদক জিন্নাতুল আলম-এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে তার দুরাবস্থার কথা তুলে ধরেন।

বিষয়টি আমলে নিয়ে লোকমোর্চার সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্য আসাদুজ্জামান স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে রাহাতপুর গ্রামের পানীয় জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে এলাকার পানীয় জলের সংকটের কথা বিবেচনায় নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লোকাল গভর্নমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট-এলজিএসপি ৩ এর আওতায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ডিসেম্বর ২০২০ রাহাতপুর বাজারে সেটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধী স্বপনের বাড়িতে একটি পানির ট্যাপ পয়েন্ট বসানো হয়। ফলে দূর হয় স্বপনের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা।

রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, “আমি ব্যস্ত মানুষ, সবসময় সব কথা মনে থাকে না। এলাকার সমস্যা সমাধানে লোকমোর্চার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যার উদাহরণ রাহাতপুর গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে পারা। ধন্যবাদ, লোকমোর্চার সকল সদস্যকে।”

টিউবওয়েলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন থাকায় প্রায় ২ কি. মি. দূর থেকে অন্যান্যদের মত শারীরিক প্রতিবন্ধী স্বপন কুমার বিশ্বাসকেও খাবার পানি সংগ্রহ করতে হতো

মহম্মদপুরে অনুষ্ঠিত ইউপি জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণে দলীয় কাজে অংশগ্রহণকারীরা

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সরকারী সেবা প্রদানকারীদের সাথে সংলাপে লোকমোর্চা সদস্যরা

চেয়ারম্যান ও সচিবের অনুপস্থিতির তথ্য এখন নোটিস বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয়

১৭টি গ্রাম নিয়ে শ্রীপুর উপজেলার সন্দালপুর ইউনিয়ন। প্রায় ২৫ হাজার লোকের বাস এ ইউনিয়নে। এলাকার মানুষকে প্রায় প্রত্যেকদিনই কোনো না কোনো প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদে আসতে হয়। বিভিন্ন সরকারি সেবার পাশাপাশি জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যুর সনদ, ওয়ারিশ কায়েম সার্টিফিকেট, নাগরিক সনদপত্র, চারিত্রিক সনদপত্র– এগুলো প্রদান করা ইউনিয়ন পরিষদের নিত্যদিনের কাজ। আর এসব কাজ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবের উপস্থিতি ছাড়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু জনপ্রতিনিধি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যানকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, ফলে সবসময় তাকে ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে দাপ্তরিক কাজে সচিবকেও অফিসের বাইরে যেতে হয় মাঝে মাঝে। এরফলে নৈমিত্তিক এসব প্রয়োজনে জনগণ মাঝে মাঝেই ভোগান্তির শিকার হন। ইউনিয়ন পরিষদে একটি কাজ নিয়ে আসার পরে তারা জানতে পারেন যে, চেয়ারম্যান পরিষদে নেই, তার স্বাক্ষর ছাড়া সনদ পাওয়া যাবে না। আর সচিব অনুপস্থিত থাকলে তো কাজটা শুরুই করা যায় না। রেসপন্স প্রকল্পের অধীনে ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে শাসন সক্ষমতা মূল্যায়নের সময় একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন লোকমোর্চা সদস্যরা। এ প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় যে, এখন থেকে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিস বোর্ডে তাদের অনুপস্থিতির তথ্য টানিয়ে দেয়া হবে। সে অনুযায়ী, ৮ মার্চ ২০২০ থেকে সান্দালপুর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান ও সচিবের অনুপস্থিতির তথ্য টানিয়ে দেয়ার চর্চা চলে আসছে। এরকম ছোট্ট একটি উদ্যোগের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ যেমন জনগণের কাছে জবাবদিহিতার পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, এলাকার জনগণও ভোগান্তি ও হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

করোনা মোকাবেলায় উদ্যোগী জনপ্রতিনিধি

করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুর দিকে যখন সারাদেশের মানুষ নানারকম আতংক ও বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে সমস্ত আতংককে পাশ কাটিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাই সহায়তার হাত বাড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষের দিকে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীপুরের শ্রীকোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এম মোতাসিম বিল্লাহ এবং মহম্মদপুরের বালিদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. পান্নু মোল্যা ও রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান বিশ্বাস।

এপ্রিল-মে ২০২০ সময়ে মোতাসিম বিল্লাহ সংগ্রাম করোনা ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের মাধ্যমে প্রায় ৮ হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন। এ তহবিলের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন লোকমোর্চা সভাপতি ও খামারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুর রহমান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমির হামজা মোল্যার মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা হয়। তিনি এ ফান্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এলাকার ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, শিক্ষক, চাকুরিজীবী, এমনকি অন্য জেলায় ও দেশের বাইরে বসবাসকারী এলাকার বিত্তবান শ্রেণির মানুষজনকে।

মো. পান্নু মোল্যা করোনাকালে সরকারি বরাদ্দের সকল ত্রাণ, ভিজিডি, ১০ টাকা কেজি দরে চাল ইত্যাদি সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য বিতরণকালে নিজে উপস্থিত থেকে তদারকি করেছেন। লকডাউন পরিস্থিতিতে অসহায় দিনমজুর মানুষের জন্য তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছয় শতাধিক পরিবারের কাছে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। ইউনিয়নের লোকমোর্চা কমিটি এ দরিদ্র মানুষের তালিকা তৈরিতে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে সবার জন্য হাত ধোয়ার ব্যবস্থাও করেছেন তিনি।

মো. মিজানুর রহমান বিশ্বাস জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ উদ্যোগে 'করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করুন' শিরোনামে এক হাজার লিফলেট তৈরি করে ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্তে বিতরণ করেন। এলাকার বিভিন্ন স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেন। ভিজিডি সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য চালের বস্তা ভ্যানে করে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১০০ জনের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। দরিদ্র মানুষের তালিকা তৈরির কাজে ইউপি সদস্যদের পাশাপাশি সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ইউনিয়ন লোকমোর্চার সদস্য, শিক্ষক, সমাজসেবকদেরকেও সঙ্গে রেখেছেন তিনি।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩ বি, ব্লক বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩
info@wavefoundationbd.org